ত্রিপুরা ইনফো'র মেগা ক্যুইজ
আমার কথা : আমার অনুভব

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

ত্রিপুরায় এখন বারো মাসে ষোল পার্বন। এই ষোল পার্বনের একটি হল ত্রিপুরা ইনফোর মেগা ক্যুইজ। মে-জুন থেকেই শুরু হয়ে যায় উৎসুক তরুণদের প্রতীক্ষা, কবে হচ্ছে এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। গত বছর ইনফো কর্তৃপক্ষের নেমন্তেন্ন পেয়ে টাউন হলে গিয়ে আমি তো অবাক। সে কি আনন্দ ঘন নির্মল পরিবেশ, যেন এক মেলা,উৎসব। জ্ঞানের পরিধি যাচাই করার এক মনোরম প্রতিযোগিতা। জ্ঞান,উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহস কতটা আনন্দ দান করতে পারে তা জানতে ও দেখতে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে ত্রিপুরা ইনফোর মেগা ক্যুইজ অনুষ্ঠানে।

বিশ্ব এখন আমাদেরর হাতের মুঠোয়। জানালা খুলে দিলেই গোটা পৃথিবীর যাবতীয় জানার জগৎটাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি ঘরে বসে। চর্চা করলে আয়ত্বেও আনতে পারি সব। চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে সিলেবাসের বাইরে জ্ঞান অর্জন করতে হলে ক্যুইজ কনটেষ্ট প্রয়োজন। ক্যুইজকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ইনফোর জুড়ি মেলা ভার। জ্ঞান আর উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস আর চটপট বলার ক্ষমতা, অজানাকে জানা - তার জন্যেইতো ক্যুইজ।

তবে ক্যুইজের অনুষ্ঠানের প্রতিযোগী এবং দর্শক যেহেতু অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী তার জন্যে ত্রিপুরা ইনফো কর্তৃপক্ষের দায়িত্বটাও থাকবে একটু বেশি। হাস্যকৌতুকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে শিল্পটা যেন বজায় থাকে। গতবছর হাস্যকৌতুকের পরিবেশনায় এই বিষয়টায় যথেষ্ট ঘাটতি ছিল বলেই আমার মনে হলো। ত্রিপুরা ইনফো'ই পারে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আকস্মিক বক্তৃতা কিংবা তর্ক বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করতে। আমার বিশ্বাস ত্রিপুরা ইনফো যেটা শুরু করবে আগামী দিনে সেটা জনপ্রিয় হবেই। কারণ আকস্মিক বক্তৃতা এবং বির্তক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের স্বাধীন ভাবনা চিন্তার প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রটা অনেক বেশি। শুধু ত্রিপুরা ইনফো কেন,গোটা রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা ও ক্লাবগুলোও এ ব্যাপারে ছোটদের নিয়ে যা যা আছে তার বাইরে নতুন কিছু করার কথা ভাবতেই পারেন।